BCS প্রিলি. লেকচার শিট আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার ১১

আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক-২

- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক:
  - বাংলাদেশ-ভারত, বাংলাদেশ-মিয়ানমার, বাংলাদেশ-চীন, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র, চীন-যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ-জাপান, বাংলাদেশ-রাশিয়া ফিলিস্তিন সংকট

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত ব্যাপক অর্থে বিশ্ব রাজনৈতিক সমাজের এককগুলোর মধ্যকার সম্পর্ককে অর্থাৎ একটি দেশের সাথে অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংযোগ এবং আদান-প্রদানকে বুঝায়। এক কথায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে এমন একটি শাস্ত্রকে বুঝায় যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যস্থিত রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকার সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করে।

স্মিথ (Smith), আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বগত আলোচনাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন- গঠনমূলক তত্ত্ব (Constitutive Theory) ও ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব (Explanatory Theory)।

গঠনমূলক তত্ত্ব: সমালোচনামূলক তত্ত্বের লেখকগণ ও উত্তর-আধুনিকতাবাদী লেখকগণ এ তত্ত্ববাদী আলোচনার অনুসারী।

ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব: বাস্তববাদী, বহুত্ববাদী ও নয়া-মার্কসবাদী লেখকগণ এ তত্ত্বের সমর্থক।

১৯৮৮ সালে রবার্ট কোহেন (Robert Keohane) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আলোচনার দুটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন- যুক্তিবাদী (Rationalist) ও চিন্তাবাদী (Reflectivist).

যুক্তিবাদী (Rationalist): নয়া বাস্তববাদী তত্ত্ব ও নয়া উদারবাদী তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা এই চিন্তাধারার অন্তর্গত।

চিন্তাবাদী (Reflectivist): উত্তর-আধুনিক আলোচনা (Post-modern study) ও সামাজিক গঠনমূলক তত্ত্ব (Social Constructivism) এই চিন্তাধারার অংশীদার।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

১. পাকিস্তান যখন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশে অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালনা করে, তখন ভারত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আশ্রয়দাতা রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

২. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারত বাংলাদেশের কয়েক কোটি লোককে আশ্রয় প্রদান করা এবং একই সাথে বাংলাদেশীদের সামরিক ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করতে দিয়েছিল।

৩. ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ২য় রাষ্ট্র হিসেবে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল।

৪. ১৯৭১এর ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মিত্রবাহিনীর প্রধানের কাছে পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করলে বাংলাদেশ বিশ্বমানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়।

৫. ১৯মার্চ ১৯৭২ বাংলাদেশ-ভারত দুটি দেশ ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তির মেয়াদ ১৯৯৭ সালে শেষ হয়।

৬. বাংলাদেশের মোট ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদী আছে। তারমধ্যে ৫৪টি ভারতের সাথে। এরমধ্যে একটি নদী বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েছে বাকি ৫৩টি নদীই ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছে।

৭. ১৯৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। ১৯৯৬ সালে ১২ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারত ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গানদীর পানি বন্টন চুক্তি করে।

৮. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৪১৫৬ কি.মি. সীমারেখা থাকলেও ৬.৫ কি.মি অচিহ্নিত সীমানা ছিল।

৯. বাংলাদেশের ভিতরে ভারতের ১১১টি এবং ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ছিল।

১০. ১৬ই মে ১৯৭৪ সালে সীমান্ত চুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হলেও তা দীর্ঘ ৪০ বছরে বাস্তবায়িত হয়নি।

১১. ৫ই মে ২০১৫ তে ভারতের পার্লামেন্ট নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ৭৪এর সীমান্ত চুক্তি অনুমোদন করে। ফলে ৪০ বছরের ছিটমহল ও সীমান্ত সমস্যা সমাধান হয় এবং ১ আগস্ট ২০১৫ থেকে তা কার্যকর হয়।

১২. ভারত বাঁধ দিয়ে গঙ্গা নদী, তিস্তা, তুইভাই, তুইরংসহ বহুনদীর পানি অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি প্রত্যাহারেরও পাঁয়তারা করছে।

১৩. বাংলাদেশ ভারত থেকে অর্থমূল্যে সবচেয়ে বেশি আমদানী করে থাকলেও বাংলাদেশের সাথে ঐতিহাসিক সময় থেকেই ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি সর্বাধিক।

বাংলাদেশ-ভারত মধ্যকার বিদ্যমান সমস্যাসমূহ:

দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক দুটি দেশেরই বৈদেশিক নীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বাংলাদেশ জন্মের পর থেকে ভারতের সাথে বিদ্যমান যেসব সমস্যা সেগুলো নিম্নে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো:

১. **সীমান্ত সংঘাত:** বাংলাদেশ-ভারত মধ্যকার সীমান্ত সংঘাত একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতি বছর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে বহু বাংলাদেশি প্রাণ হারায়। বহু কূটনৈতিক আলোচনার মধ্য দিয়েও উক্ত সমস্যা সমাধান সম্ভবপর হচ্ছে না।

২. **অভিন্ন নদ-নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা:** বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে। কিন্তু এসব নদীর পানির সুষ্ঠু বণ্টনে ভারতের চরম অনীহা যার কারণে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৩. **ভারতীয় নাগরিক অনুপ্রবেশ:** বিভিন্ন সময়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে বহু ভারতীয় বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। পরবর্তীতে তারা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।

৪. **চোরাচালান:** সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রতিদিন বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বহু মালামাল পাচার করা হয়।

৫. **বাণিজ্য ঘাটতি:** দিন দিন বাংলাদেশ-ভারত মধ্যকার বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েই চলছে। দু'দেশের যথেষ্ট প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও উক্ত সমস্যার কোন সুরাহা হচ্ছে না।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি

চুক্তি স্বাক্ষর	১৯ মার্চ, ১৯৭২
চুক্তি স্বাক্ষরকারী	শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দিরা গান্ধী
স্থান	নয়াদিল্লী, ভারত।
উদ্দেশ্য	নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, আঞ্চলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
মেয়াদ	১৮ মার্চ ১৯৯৭ পর্যন্ত (২৫ বছর)

গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি

চুক্তি স্বাক্ষর	১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬
স্থান	ভারতের নয়াদিল্লীর হায়দ্রাবাদ হাউস।
স্বাক্ষর করেন	ভারতের পক্ষে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া বাংলাদেশের পক্ষে শেখ হাসিনা।
মেয়াদ	৩০ বছর
উদ্দেশ্য	শুষ্ক মৌসুমে ভারত সর্বোচ্চ ৪০ হাজার কিউসেক পানি নেবে এবং অবশিষ্ট পানি বাংলাদেশ পাবে।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

১. ১৯৪৮ সালে মিয়ানমার (বার্মা) স্বাধীন হওয়ার পরেই জেনারেল অং সান প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়ে আঞ্চলিক প্রতিবেশী হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তান হিসেবে বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত নিয়ে মতপার্থক্য শুরু করে।

২. ১৯৪২ সালে মিয়ানমারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে আরাকানে প্রায় ১ লক্ষ মুসলমান নিহত হবার খবর শুনার পর বাংলাদেশের মানুষ স্বভাবতই মিয়ানমারের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ে।

৩. ১৯৭৮ সালে অপারেশন নাগামিন বা অপারেশন ড্রাগন কি নামক জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানে মিয়ানমার থেকে ২ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পুশইন করে মিয়ানমার। ফলে আন্তর্জাতিক সংকট শুরু হয়।

৪. ১৯৯১ সালে জেনারেল নে উইন প্রায় ২লক্ষ ৫১ হাজার রোহিঙ্গা আরাকান থেকে বাংলাদেশে বিতাড়িত করলে আবার সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দেয়।

৫. বাংলাদেশের সাথে সীমান্তে ৫৬ কি.মি. দীর্ঘ নাফ নদীটি দুটি দেশের অভিন্ন নদী হওয়াতে মাছ ধরাসহ নৌ-পরিবহনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক

অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা:

অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও চীন বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে তার প্রমাণ রেখেছে। বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চীন সফরের সময় বাংলাদেশ চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য দেওয়া ২০০০ কোটি টাকার ঋণ সম্পূর্ণ মওকুফ করে দিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চীনা বিনিয়োগ। তবে চীনের সাথে বাংলাদেশের যে বিরাট বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে তা কমিয়ে আনতে হলে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রচেষ্টাই বেশি দরকার। সেজন্য চীনের সহযোগিতা ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির পারস্পরিক প্রয়াস চালানোও জরুরি। বিশেষ করে চীন অচিরেই আসিয়ানের সাথে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গঠন করতে যাচ্ছে তার পিছু পিছু ভারত ও জাপানও একই পথে এগুচ্ছে। এমতাবস্থায় দূরপ্রাচ্যে বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী চীনের সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ আসিয়ানের বৃহত্তম ও সমৃদ্ধশালী অর্থনৈতিক এলাকায় তার অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে প্রয়াস চালাতে পারে।

চীন-ভারত দ্বন্দ্বে বাংলাদেশের অবস্থান:

সম্প্রতি (জুন-২০২০) লাদাখের গালওয়ানে ভারত-চীনের মধ্যকার সংঘাতের পর সেখানকার পরিস্থিতি কিছুটা প্রশমিত হলেও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. তারেক শামসুর রেহমান বলেন, যদি কখনও দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ হয়, তাহলে বাংলাদেশের অবস্থান হওয়া উচিত ভারসাম্যমূলক অর্থাৎ বাংলাদেশ কারও পক্ষ নেবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বার্থ চীনে যেমন আছে, ভারতেও আছে। ফলে বাংলাদেশকে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে নিজেদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করতে হবে। একই ধরনের মত দেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেনও। তিনি বলেন, ভারত-চীনের মধ্যে যুদ্ধ হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই কোনো পক্ষ নেয়া যাবে না। তিনি বলেন, আমরা চাইব যুদ্ধ না হোক। আর হলেও আমাদের কোনো পক্ষ নেয়া চলবে না। তার মতে, প্রতিবেশী দেশে যুদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই ভালো থাকব না। এই দেশ দুটোর সাথেই আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে। ফলে যুদ্ধ হলে ক্ষতির সম্মুখীন হবে বাংলাদেশও। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য, "সকল রাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়", এই নীতির বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমানের অভিমত, "বিগত দিনের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশকে এখন তাকাতে হবে ২০২৪ সালের দিকে। 'সনাতন' পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। 'অর্থনৈতিক কূটনীতিকে' গুরুত্ব দিতে হবে। দক্ষ কূটনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তি বাড়াতে হবে। একটি 'বিশেষ রাষ্ট্র' বা 'বিশেষ এলাকাকে' কেন্দ্র করে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করলে আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে পারবো না। পররাষ্ট্রনীতির মূল কথাই হচ্ছে জাতীয় স্বার্থের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া। জাতীয় স্বার্থের সফল বাস্তবায়ন ছাড়া পররাষ্ট্রনীতিতে সফলতা পাওয়া যায় না। একটি সফল পররাষ্ট্রনীতির জন্য ঐক্যমতের প্রয়োজন"।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

১. ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল এমনকি পাকিস্তানকে সাহায্য করতে ৭ম নৌ-বহরকে নির্দেশ প্রদান করেছিল।
২. ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে উদ্ধার অভিযানে অংশ নিয়েছিল তার নাম অপারেশন সি এ্যাঞ্জেল।
৩. বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৭৬ সাল থেকে পোশাক রপ্তানিতে কোটা প্রদান করেছিল। কিন্তু ২০০৪ সালে ৩১শে ডিসেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্র কোটা তুলে নেয়।
৪. ২০১৩ সালে ২৭ জুলাই রানা প্লাজা ধ্বংসসহ ১৬টি শর্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নিকট থেকে জিএসপি সুবিধা তুলে নেয়।
৫. ২০১৫ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে টিকফা চুক্তি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং টিকফা চুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
৬. ২০০০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সফর করেছিলেন।
৭. কেয়ার এনজিওর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বিপুল পরিমান ত্রাণ কার্য পরিচালনা করে।
৮. বাংলাদেশে রপ্তানী আয়ের ৩৩% এর বেশী আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বাংলাদেশের ফরেন রেমিটেন্সেরও উলেখ্যযোগ্য ক্ষেত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
৯. যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধার মাধ্যমে প্রায় ৫৬ মিলিয়ন ডলার আয় আসত, যার মধ্যে শুধু পোশাক শিল্পেই অবদান ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
১০. ড. ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংক প্রসঙ্গ, আইএস বিরোধী জোটে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ না করা, চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের এক মন্ত্রীকে আন্তর্জাতিক রীতি লংঙ্ঘন করে কটাক্ষ করা, বিদায়ী রাষ্ট্রদূত সর্ম্পকে কু-মন্তব্য করাতে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ম্পক অনেকটাই শীতল হয়ে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৭ সালে কনটেইনমেন্ট বা ধারক নীতি প্রকাশ করার পর ১৯৪৯ সালে চীন সমাজতন্ত্রে পরিণত হলে চীন-মার্কিন বিরোধ শুরু হয়।
২. পিংপং ডিপলোমেসির মাধ্যমে হেনরি কিসিঞ্জার চীন সফর করার মাধ্যমে চীন-মার্কিন কূটনীতি পুনঃস্থাপিত হয়েছিল।
৩. চীনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার স্ট্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে আখ্যায়িত করে, যদিও চীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
৪. জাপানকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নিরাপত্তা প্রদান করা এবং উত্তর কোরিয়াকে চীনের মৌন সর্মথন প্রদান করার জন্য দেশ দুটির মধ্যে চাপা ক্ষোভ কাজ করছে।
৫. ১৯৫০-৫৩ সালে কোরিয়ার যুদ্ধে চীন উত্তর কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করার কারণে দেশ দুটির কূটনৈতিক সর্ম্পক বন্ধ হয়ে পড়ে।
৬. ১৯৫৯ সালে তিব্বতে চীনের অগ্রাসনের চরম বিরোধিতা করে তাইওয়ানকে যুক্তরাষ্ট্রের মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় প্রদানকে চীন চরম ক্ষোভের দৃষ্টিতে দেখে।
৭. বর্তমানে চীন বিশ্বের শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শীর্ষ আমদানিকারক দেশ।

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক

১. জাপান জাইকার মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাহায্য প্রদানকারী দেশের ভূমিকাতে অবতীর্ণ।
২. স্বাধীনতার পর থেকে জাপান বাংলাদেশকে প্রায় ১২০০ কোটি ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।
৩. বাংলাদেশের মেট্রোরেল প্রকল্পে জাইকা অন্যতম সহযোগী।
৪. ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরের মাধ্যমে দেশদুটির মধ্যে অটুট বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় যা এখন পর্যন্ত পরীক্ষিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
৫. বিগ-বি প্রকল্পের মাধ্যমে জাপান বাংলাদেশে কক্সবাজারের মাতার বাড়িতে মাতার বাড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভূমিকা রাখবে।
৬. ৬-৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ জাপানের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে বাংলাদেশ সফর করে দেশ দুটির মধ্যে ২৫দফা সহযোগিতামূলক ঘোষণা প্রদান করে।
৭. জাপানের সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কারণে বাংলাদেশ (২০১৫-১৬) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ থেকে নমিনেশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
৮. বাংলাদেশের ইপিজেডে জাপানের ১৩ কোম্পানি এবং ইপিজেডের বাইরে ৪০টি কোম্পানি সরাসরি বিনিয়োগ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশ-রাশিয়া সম্পর্ক

১. বাংলাদেশের পক্ষে রাশিয়া অষ্টম নৌবহর পাঠায়।
২. জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে বিভিন্ন প্রস্তাব তোলে রাশিয়া।
৩. জাতিসংঘে বাংলাদেশের বিপক্ষে উত্থাপিত যেকোনো প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট প্রদান করে।
৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- আলেক্সি কোসেগিন।
৫. রাষ্ট্রপতি ছিলেন- নিকোলাই পদগোর্নি।
৬. ১৯৭১ সালে সোভিয়েত রাশিয়া বাংলাদেশের সাথে পরম বন্ধুত্ব প্রর্দশন করে। তারা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অন্যতম সর্মথক ছিলেন।

৭. পাকিস্তানকে সহায়তার জন্য মার্কিনীরা ৭ম-নৌবহর পাঠালে সোভিয়েত রাশিয়ার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র নৌ-বহর ফেরত নিতে বাধ্য হয়েছিল।

৮. ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত রাশিয়া বাংলাদেশের যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতির পূর্ণগঠনে ১৩৮.৮৬ মিলিয়ন ডলার অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন।

৯. বাংলাদেশকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে রাশিয়া চট্টগ্রামে জিএম প্ল্যান্ট নামে একটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

১০. বাংলাদেশের পাবনার ইশ্বরদীতে পারমাণবিক প্ল্যান্ট স্থাপন করে রাশিয়া বাংলাদেশকে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করছে।

১১. ২০১৪ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়া সফরের মাধ্যমে দুটি দেশের সম্পর্ক পুনরায় মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছে।

১২. এছাড়াও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্রে সরাসরি রাশিয়া যুক্ত থেকে বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বের এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছে। এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফলে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তির ৩৩তম দেশে প্রবেশ করেছে।

ফিলিস্তিন সংকট

এক নজরে ইসরাইল-ফিলিস্তিন কার্যক্রম (১৯৪৭-২০২৪)

১. **১৯৪৭:** ২৯ নভেম্বর-জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিনি এলাকা বিভক্তির সিদ্ধান্ত এবং ব্রিটিশ শাসিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে দু'ভাগ করে এর একভাগে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওপর ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল।

২. **১৯৪৮:** ১৪ মে-'বেলফোর ঘোষণা'র ভিত্তিতে ইসরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পায়। সিরিয়া, মিশর, ফ্রান্স, জর্ডান, লেবানন ও ইরানের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ।

৩. **১৯৫৬:** মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে ইসরাইল কর্তৃক মিশর আক্রমণ।

৪. **১৯৬৪:** আরবলীগের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে PLO গঠন করা হয় নির্যাতিত প্যালেস্টাইনদের মাতৃভূমির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

৫. **১৯৬৭:** ইসরাইল কর্তৃক মিশর, সিরিয়া, জর্ডান আক্রমণ ও সিনাই, পশ্চিম তীর, গাজা ও সিরিয়ার গোলান উপত্যকা দখল।

৬. **১৯৭৩:** অধিকৃত জমি উদ্ধারের ব্যাপারে মিশর ও সিরিয়ার সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে জেনেভা শান্তি আলোচনা শুরু। ইসরাইল, জর্ডান ও মিশরের অংশগ্রহণ। সিরিয়ার বয়কট।

৭. **১৯৭৮:** ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি। সিনাই থেকে ইসরাইলের সৈন্য প্রত্যাহার। মিসরের সাথে ইসরাইলের কূটনৈতিক সম্পর্ক। ৫ বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা।

৮. **১৯৮২:** লেবাননে ইসরাইলি হামলা ও পিএলও-কে বাধ্য করা লেবানন ছেড়ে দিতে। অধিকৃত এলাকা ও জর্ডান নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনে রিগ্যানের প্রস্তাব। আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যাখ্যান। ফেজে (মরক্কো) আরব লীগের সম্মেলনে আরব রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক ইসরাইলের স্বীকৃতির প্রস্তাব। শর্ত ইসরাইলকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিতে হবে। ইসরাইল এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

৯. **১৯৮৭:** অধিকৃত ইসরাইলি এলাকায় 'ইন্তিফাদা বা ফিলিস্তিনি গণঅভ্যুত্থান' শুরু।

১০. **১৯৮৮:** ১৫ নভেম্বর-পিএলও'র আলজিয়ার্স সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা।

১১. **১৯৯১:** মাদ্রিদে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন শুরু। ইসরাইল, মিশর, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননের অংশগ্রহণ। আরব রাষ্ট্রগুলো ও ইসরাইলের মধ্যে অনৈক্য। শান্তি প্রচেষ্টায় অনিশ্চয়তা।

১২. **১৯৯২:** রোম, মরক্কো, ওয়াশিংটনে শান্তি আলোচনা অব্যাহত। ইসরাইলে নির্বাচনে লিকুদ পার্টির পরাজয় ও লেবার পার্টির সরকার গঠন। রবিন নতুন প্রধানমন্ত্রী। শান্তি প্রচেষ্টায় অনিশ্চয়তা।

১৩. **১৯৯৩:** ওয়াশিংটনে নবম ও দশম রাউন্ড শান্তি আলোচনা শুরু। ১০ সেপ্টেম্বর ইসরাইল ও পিএলও পরস্পরকে স্বীকৃতি। ১৩ সেপ্টেম্বর, ওয়াশিংটনে ইসরাইল ও পিএলও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।

১৪. **১৯৯৪:** ইয়াসির আরাফাত নোবেল পুরস্কার পায়।

১৫. ১৯৯৬: স্বশাসিত ফিলিস্তিন এলাকায় প্রথম নির্বাচন। আরাফাতের প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়।

১৬. **১৯৯৮:** অক্টোবরে ওয়াশিংটনের অদূরে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ ও ইসরাইলের মধ্যে ওয়াইরিভার (মেরিল্যান্ড) চুক্তি স্বাক্ষর হয় মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে।

১৭. **২০০১:** ইসরাইলের সাধারণ নির্বাচনে ডানপন্থি লিকুদ পার্টির বিজয়। এরিয়েল শ্যারন প্রধানমন্ত্রী, সিমন পেরেজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত।

১৮. **২০০২:** ইসরাইল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব। ইসরাইলি নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ শুরু।

১৯. **২০০৩:** ২০ মার্চ, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ইরাক আক্রমণ। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়া অনিশ্চিত।

২০. **২০০৩:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩০ এপ্রিল ফিলিস্তিন ইসরাইল সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে প্রণীত একটি শান্তি পরিকল্পনা 'রোডম্যাপ' আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করে। জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, এবং রাশিয়া সমন্বিতভাবে প্রস্তাবিত এ রোডম্যাপের খসড়া প্রস্তুত ও অনুমোদন করে।

২১. **২০০৪:** ২২ মার্চ, ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় হামাস নেতা শেখ ইয়াসিন নিহত। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত।

২২. **২০০৪:** ১৭ এপ্রিল, হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা আবদেল আজিজ রানতিসি ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত।

২৩. **২০০৭:** হামাস-ফাতাহ দ্বন্দ্ব। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হানিয়ার পদত্যাগ। নভেম্বরে অ্যানাপোলিসে ওলমার্ট-আব্বাস শীর্ষ সম্মেলন।

২৪. **২০০৮:** বুশের ইসরাইল সফর।

২৫. **২০১১:** ২৩ সেপ্টেম্বর, Palestine জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে ১৯৪তম পূর্ণ সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এবং যুক্তরাষ্ট্র তাতে (৪৩ বারের মতো) ভেটো দেয়।

২৬. **২০১২:** ২৯ নভেম্বর, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ফিলিস্তিনকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

২৭. **২০১৩:** ২২ জানুয়ারি, নির্বাচনে ডানপন্থি লিকুদ পার্টি এবং বেইতনু পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বেনজামিন নেতানিয়াহু পুনরায় প্রধানমন্ত্রী এবং সিমন পেরেজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

২৮. **২০১৪:** ০২ জুন, তিন ইহুদি কিশোরকে অপহরণ ও হত্যার মধ্য দিয়ে বিবাদ শুরু হয়। ৮ জুলাই থেকে ইসরাইল গাজা উপত্যকায় Oparation Protective Age নামে সাংকেতিক আগ্রাসন শুরু করে এবং এ পর্যন্ত এ হামলায় প্রায় ২১০৬ জন মারা যায়। ইসরাইল এ হামলায় Dense Insert Metal Explosive (DIME) ব্যবহার করে। এ DIME বোমাগুলো আকারে ছোট হলেও এর ধ্বংস ক্ষমতা মারাত্মক।

২৯. **২০১৫:** ০১ এপ্রিল, ফিলিস্তিন আর্ন্তজাতিক অপরাধ আদালত (ICC) ১২৩তম সদস্য পদ লাভ করে।

৩০. **২০১৫:** ৩০ সেপ্টেম্বর, জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে সর্বপ্রথম ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

৩১. **২০১৬:** ৩০ জুন, পর্যন্ত ১৩৬ টি দেশ Palestine কে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

৩২. **২০১৬:** ২৩ ডিসেম্বর, ইসরাইলি বসতি স্থাপনে নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘের গৃহীত প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিতে বিরত থাকে।

৩৩. **২০১৭:** ১৫ ফেব্রুয়ারি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দুই রাষ্ট্র সমাধানের পরিবর্তে এক রাষ্ট্র সমাধানের প্রস্তাব করেন।

৩৪. **২০১৭:** ৬ এপ্রিল, রাশিয়া পশ্চিম জেরুজালেমকে ইসরাইলের ভবিষ্যৎ রাজধানী এবং পূর্ব জেরুজালেমকে ভবিষ্যৎ প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

৩৫. **২০১৭:** ১ মে, হামাস ইসরাইলের পার্শ্বে (১৯৬৭ পূর্ব সীমানায়) অন্তর্বর্তী প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গ্রহণে সম্মতির ঘোষণা দেয়।

৩৬. **২০১৭:** ৬ ডিসেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দূতাবাস তেলআবিব থেকে জেরুজালেমে সরিয়ে আনার ঘোষণা দিলেন। তার এই ঘোষণায় জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিলো যুক্তরাষ্ট্র ।

৩৭. **২০১৮:** ১৮ জুলাই, ইসরাইলকে ইহুদি জাতি রাষ্ট্র ঘোষণা করে আইন পাশ হয়। আইন অনুযায়ী ইসরাইলের রাজধানী হয় জেরুজালেম এবং ইসরাইল হয় ইহুদি জাতি রাষ্ট্র।

৩৮. **২০১৯:** ৪ মার্চ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনের মার্কিন কনস্যুলেট বন্ধ করে দেয়।

৩৯. **২০১৯:** ২৫ মার্চ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত গোলান মালভূমির ওপর ইসরাইলের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়।

৪০. **২০২০:** ইসরাইলের সাথে বাহরাইনের কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি।

৪১. **৭ অক্টোবর:** ২০২৩ গাজার স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস কর্তৃক ইসরায়েল আক্রমণ। ২২ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ৩২ হাজারের বেশি গাজার বাসিন্দা এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. কোন বাংলাদেশীকে BSF হত্যা করে কাঁটাতারে ঝুলিয়ে রাখলে বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে ⇨ ফেলানী।

২. কতসালে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করা হয় ⇨ ১৯৬১ সালে।

৩. ফারাক্কা বাঁধ কোন নদীর উপর অবস্থিত ⇨ পদ্মা/গঙ্গা।

৪. ফারাক্কা অভিমুখে লংমার্চ করেন ⇨ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

৫. ফারাক্কা সমস্যা কত সালে জাতিসংঘে উপস্থিত হয় ⇨১৯৭৬ সালে।

৬. ভারত বাংলাদেশ পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে ⇨ ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর।

৭. ভারত কোন নদীর মোহনায় টিপাই মুখ বাঁধ নির্মাণ করতে চাচ্ছে ⇨ বরাক নদীতে।

৮. বাংলাদেশের জন্য ভারতের যে প্রকল্পটি সবচেয়ে ক্ষতিকর হবে ⇨ আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প।

৯. ভারত বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ⇨ ১৯৭২ সালে।

১০. বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা ⇨ ১৯৭৫ সালে।

১১. ট্র্যাক-২ কূটনীতি হলো ⇨ বিবাদ মিটাতে সুশীল সমাজ, মিডিয়া, ধর্ম শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবহারকে ট্র্যাক-২ কূটনীতি বলে।

১২. ট্র্যাক-৩ কূটনীতি হলো ⇨ দাতাগোষ্ঠী যেমন IMF, WB, ADB, JICA ইত্যাদির মাধ্যমে বিদ্যমান বিবাদের মীমাংসা।

১৩. মাল্টিট্র্যাক কূটনীতি ⇨ যখন কূটনীতিতে বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় ঘটানো হয়।

১৪. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি হলো ⇨ সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয় (Friendship to all and malice to none).

১৫. বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় ⇨ ১২ মার্চ, ১৯৭২।

১৬. ভারতের অবস্থান বাংলাদেশের ⇨ তিন দিকে। যথা: পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব।

১৭. মিয়ানমারের অবস্থান ভারতের ⇨ পূর্বে।

১৮. ছিটমহল হলো ⇨ একদেশের ভূমি অন্যদেশে থাকলে তাকে ছিটমহল বলে।

১৯. মুজিব ইন্দিরা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ⇨ ১৯৭৪ সালে।

২০. "Bangladesh India Border Wall of Death" মন্তব্যটি করেছেন ⇨ সংবাদ সংস্থা Global Post.

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি হয় কত সালে?**
উত্তর: ১৬ মে, ১৯৭৪ সালে।

২. **বাংলাদেশ থেকে কতটি নদী ভারতে প্রবেশ করেছে?**
উত্তর: ১টি।

৩. **ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয় কবে?**
উত্তর: ১৯৭২ সালে।

৪. **'নাফ' নদী কোন দুটি দেশকে বিভক্ত করেছে?**
উত্তর: বাংলাদেশ-মিয়ানমার।

৫. **পিংপং ডিপলোমেসি কোন দুই দেশের মধ্যে হয়?**
উত্তর: চীন-যুক্তরাষ্ট্র।

৬. **বঙ্গবন্ধু কত সালে জাপানে সফরে যান?**
উত্তর: ১৯৭৩ সালে।

৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কে?
উত্তর: এ্যালেক্সি কোসিগিন।

৮. কতসালে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করা হয়?
উত্তর: ১৯৬১ সালে।

৯. বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা হয়?
উত্তর: ১৯৭৫ সালে।

১০. ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর: ১৯৭২ সালে।

১১. মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর: ১৯৭৪ সালে।

১২. ফারাক্কা বাঁধ কোন নদীর উপর অবস্থিত?
উত্তর: গঙ্গা নদী।

১৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
উত্তর: নিকোলাই পদগোর্নি।

১৪. ইয়াসির আরাফাত নোবেল পুরস্কার পায় কত সালে?
উত্তর: ১৯৯৪ সালে।

Teacher's Work

১. আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে মামলা করে কোন দেশ? [৪১তম বিসিএস]
ক নাইজেরিয়া | খ গাম্বিয়া | গ বাংলাদেশ | ঘ আলজেরিয়া — খ

২. ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশে পানি চুক্তি কোথায় স্বাক্ষরিত হয়? [২১তম বিসিএস]
ক দার্জিলিং | খ কলকাতা | গ নয়াদিল্লি | ঘ ঢাকা — গ

৩. ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে কত দূরে অবস্থিত? [১৩তম বিসিএস]
ক ২৪.৭ কিলোমিটার | খ ২১.০ কিলোমিটার | গ ১৯.৩ কিলোমিটার | ঘ ১৬.৫ কিলোমিটার — ঘ

Unique Question for Student Practice

১. বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার শুরু হয় কত তারিখে?
ক ৭ মার্চ, ১৯৭২ | খ ১০ মার্চ, ১৯৭২
গ ১২ মার্চ, ১৯৭২ | ঘ ১৭ মার্চ, ১৯৭২ — গ

২. ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে কবে?
ক ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ | খ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ | ঘ ২৬ মার্চ, ১৯৭১ — ক

৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক কে ছিলেন?
ক আতাউল গণি ওসমানী | খ স্যাম মানেকশ
গ জগজিৎ সিং অরোরা | ঘ জ্যাকব — গ

৪. আত্মসমর্পণের পর পাক সেনাদের নিরাপত্তার জন্য ভারতে যুদ্ধবন্দী হিসেবে নেয়া হয়। ১৯৭২ সালের ২ জুলাই মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও জুলফিকার আলী ভুট্টো কোন চুক্তির মাধ্যমে বন্দি পাকিস্তানি সেনাদের পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠানো হয়?
ক তাসখন্দ চুক্তি | খ লাহোর চুক্তি
গ সিমলা চুক্তি | ঘ লন্ডন চুক্তি — গ

৫. ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দুই লক্ষাধিক ভারতীয় সেনা (মিত্র বাহিনী) আমাদের মুক্তি বাহিনীর সাথে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। উক্ত ভারতীয় সেনা কতদিন বাংলাদেশের অবস্থান করেছিল?
ক প্রায় এক বছর | খ প্রায় নয় মাস
গ প্রায় ছয় মাস | ঘ প্রায় তিন মাস — ঘ

৬. বাংলাদেশ সফরকারী প্রথম বিদেশী সরকার প্রধান কে?
ক জুলফিকার আলী ভুট্টো | খ লুনা দ্যা সিলভা
গ ইন্দিরা গান্ধী | ঘ মার্শাল ফুকো — গ

৭. ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি হয় কত তারিখে?
ক ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ
খ ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ
গ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি
ঘ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর — খ

৮. ভারত-বাংলাদেশের সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
ক ১৯৭২ সাল | খ ১৯৭৪ সাল
গ ১৯৮০ সাল | ঘ উপরিউক্ত কোনো সালে নয় — ক

৯. বাংলাদেশের কোন নদীর উজানে ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করেছে?
ক যমুনা | খ মেঘনা
গ গঙ্গা | ঘ পদ্মা — ঘ

১০. 'ফারাক্কা বাঁধ' পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছিল কোন সালে?
ক ১৯৭৪ | খ ১৯৭৫
গ ১৯৭৬ | ঘ ১৯৮০ — খ

১১. এখন পর্যন্ত ফারাক্কার ওপর কয়টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে?
ক ২ | খ ৩
গ ৪ | ঘ ৫ — খ

১২. গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি প্রথম কোন সনে স্বাক্ষরিত হয়?
ক ১৯৭৬ | খ ১৯৭৭
গ ১৯৭৮ | ঘ ১৯৮০ — খ

১৩. ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশে পানি চুক্তি কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?
ক দার্জিলিং | খ কলকাতা
গ নয়াদিল্লি | ঘ ঢাকা — গ

১৪. When was the water treaty signed between Bangladesh and India?
ক 26 March, 1944 | খ 12 December, 1996
গ 17 March, 1995 | ঘ 16 December, 1997 — খ

১৫. কোন তারিখে ভারত-বাংলাদেশ পানি চুক্তি কার্যকর হয়?
ক ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ | খ ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬
গ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ | ঘ ১ জানুয়ারি, ১৯৯৭ — ঘ

১৬. ভারত-বাংলাদেশ (গঙ্গা নদীর) পানি চুক্তির মেয়াদ-
ক ২০ বছর | খ ২৫ বছর
গ ৩০ বছর | ঘ ৩৫ বছর — গ

১৭. ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে?
ক গ্রিন হাউজ প্রভাব খ জমির উর্বরতা বৃদ্ধি
গ অতিবৃষ্টি ঘ বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি — ঘ

১৮. বাংলাদেশের ভিতরে ভারতের কয়টি ছিটমহল ছিল?
ক ৫৫টি খ ১১০টি
গ ১৪৪টি ঘ ১১১টি — ঘ

১৯. উপকূলীয় দেশের সংলগ্ন সীমা কত?
ক ৪৮ নটিক্যাল মাইল খ ১২ নটিক্যাল মাইল
গ ২৪ নটিক্যাল মাইল ঘ ৩৬ নটিক্যাল মাইল — গ

২০. মহীসোপান কনভেনশনটি কত সালে হয়?
ক ১৯৫৯ খ ১৯৫৮
গ ১৯৮২ ঘ ১৯৭৭ — খ

২১. রোহিঙ্গাদের প্রকৃত বাসস্থান-
ক মিয়ানমারের আরাকান খ মিয়ানমারের রাখাইন
গ ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর ঘ মিয়ানমারের রেঙ্গুন — খ

২২. রাখাইন প্রদেশের পূর্ব নাম ছিল-
ক আরাকান খ চন্দ্রদ্বীপ
গ মগধরাজ্য ঘ ইয়াঙ্গুন — ক

২৩. কবে প্রথম মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমন ঘটে?
ক ১৯৭৮ খ ১৯৮৮
গ ১৯৯১ ঘ ২০১৭ — ক

২৪. মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা তাদের নাগরিকত্ব হারায় কত সালে?
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৭
গ ১৯৮২ ঘ ১৯৮৫ — গ

২৫. মিয়ানমার কর্তৃক গঠিত রোহিঙ্গা সংক্রান্ত কমিশনের নাম কী?
ক নাথান কমিশন খ চিলকট কমিশন
গ আনান কমিশন ঘ কোনোটিই নয় — গ

২৬. মিয়ানমারে ২০১৬ সালে গঠিত 'দি অ্যাডভাইজারি কমিশন অন রাখাইন স্টেট'- এর প্রধান ছিলেন-
ক বিল ক্লিনটন খ ব্রুটস ঘালি
গ কফি আনান ঘ বান কি মুন — গ

২৭. রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে গঠিত আনান কমিশনের সদস্য কত?
ক ৭ জন খ ৯ জন
গ ৮ জন ঘ ১০ জন — খ

২৮. Soviet Union recognized Bangladesh in-
ক 1971 খ 1972
গ 1973 ঘ 1974 — খ

২৯. Palestine সমস্যার ব্যাপারে বাংলাদেশের নীতি-
ক নিরপেক্ষ
খ Palestine-দের পক্ষে
গ মিশরীয় নীতিবাদের পক্ষে
ঘ উপরিউক্ত কোনোটিই নয় — খ

৩০. With which country does Bangladesh have no economic and diplomatic relations?
ক Israel খ Mongolia
গ Iraq ঘ Afghanistan — ক

৩১. আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার দেয়া ভেটো প্রদানে কোন দেশ সমর্থন করেছিল?
ক ইংল্যান্ড খ জার্মানি
গ পোল্যান্ড ঘ ফ্রান্স — গ

৩২. মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কে ছিলেন?
ক আর্চার কে ব্লাড খ মি. উইলসন
গ জোসেফ ফারল্যান্ড ঘ মার্ক আস্থনি — গ

৩৩. জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়নের দেয়া 'পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের সহিংসতা বন্ধের প্রস্তাবের' বিপক্ষে চীনের দেয়া ভেটোটি ১৯৪৯ সালের পর চীনের কততম ভেটো?
ক ভেটো প্রদান করেনি খ তৃতীয়
গ প্রথম ঘ দ্বিতীয় — গ

৩৪. স্বাধীন বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দান করে?
ক ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ খ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
গ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ঘ ৪ এপ্রিল, ১৯৭২ — ঘ

৩৫. Which of the following US presidents visited Dhaka?
ক Jimmy Carter খ Bill Clinton
গ GW Bush ঘ Richard Nixon — খ

৩৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন কোন তারিখে বাংলাদেশ সফরে আসেন?
ক ১ লা মার্চ ২০০০ খ ২০ মার্চ ২০০০
গ ১ লা জানুয়ারি ২০০১ ঘ ১৭ এপ্রিল ২০০১ — খ

৩৭. বাংলাদেশ কত সালে 'হানা' (হিউম্যানিটেরিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্স নিডস অ্যাসেসমেন্ট) চুক্তি স্বাক্ষর করে?
ক ১৯৯৭ খ ২০০০
গ ২০০১ ঘ ১৯৯৮ — ঘ

৩৮. বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে তার নাম?
ক NAFTA খ SAPTA
গ GATT ঘ TICFA — ঘ

৩৯. বহুল আলোচিত 'টিক্‌ফা' চুক্তির বিষয়-
ক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ
খ অস্ত্র ও বিনিয়োগ
গ যৌথ সামরিক মহড়া ও বাণিজ্য
ঘ সন্ত্রাস দমন ও আর্থিক সাহায্য — ক

৪০. আমেরিকার শিকাগো অবস্থিত সিয়ার্স টাওয়ারের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার কে ছিলেন?
ক সান্টিয়াগো ক্যালট্রাভা খ রমেশ চন্দ্র
গ ফজলুর রহমান খান ঘ গুস্তাফে আইফেল — গ

৪১. বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী কোন সংস্থা?
ক জিকা খ ইউ.এন.ডি.পি
গ বিশ্বব্যাংক ঘ আই.এম.এফ — গ

৪২. বর্তমানে বাংলাদেশে বৃহৎ সাহায্য দানকারী দেশ কোনটি?
ক জাপান খ জার্মানি
গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ যুক্তরাজ্য — ক

৪৩. বাংলাদেশে "The Bay of Bengal Industrial Growth Belt (BIG-B)" সহযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ কোনটি?
ক চীন খ ভারত
গ জাপান ঘ আমেরিকা — গ

Home Work

১. মিয়ানমার রোহিঙ্গারা তাদের নাগরিকত্ব হারায়? [৩৮তম বিসিএস]
ক ১৯৬২ সালে খ ১৯৮৬ সালে
গ ১৯৭৮ সালে ঘ ১৯৮২ সালে — ঘ

২. বর্তমানে বাংলাদেশে বৃহৎ সাহায্য দানকারী দেশ কোনটি? [৩১তম বিসিএস/২১তম বিসিএস]
ক জাপান খ জার্মানি
গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ যুক্তরাজ্য — ক

৩. স্বাধীন বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দান করে? [১৬তম বিসিএস]
ক ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ খ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
গ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ঘ ৪ এপ্রিল, ১৯৭২ — ঘ

৪. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই? [পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -'০১]
ক চায়না খ ইন্ডিয়া
গ পাকিস্তান ঘ ইসরায়েল — ঘ

৫. বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নেই? পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: ২০১১]
ক ইসরায়েল খ তাইওয়ান
গ আফগানিস্তান ঘ জর্ডান — ক

৬. জাপানের বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার নাম কী? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ২০০১]
ক জাইকা খ ডিএফআইডি
গ ডানিডা ঘ ওসিডি — ক

৭. জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থার নাম? [পরিবার পরিকল্পনা সহকারী পরিদর্শক-১৫]
ক জাইকা খ জেটরো
গ ডায়েট ঘ ওসিডি — খ

Class Test

১. ১৯৭১ সালে জর্জ হ্যারিসন কার আহ্বানে বাংলাদেশ কনসার্টে যোগ দেন?
ক পিটার সোরি খ ডিপি ধর
গ রবি শংকর ঘ বাপ্পি লাহিরি

২. রবি শংকর একজন বিখ্যাত?
ক সেতার বাদক খ গায়ক
গ বেহালা বাদক ঘ স্বরোদবাদক

৩. ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছিলেন?
ক জ্যোতি বসু খ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়
গ অজয় মুখোপাধ্যায় ঘ প্রফুল্লচন্দ্র সেন

৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত কে ছিলেন?
ক আর্চার কে ব্লাড খ মি. উইলসন
গ জোসেফ ফারল্যান্ড ঘ মার্ক আস্থনি

৫. 'যৌথকমান্ড' গঠন করা হয় কত তারিখে?
ক ১৫ আগস্ট, ১৯৭১ খ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
গ ২১ নভেম্বর, ১৯৭১ ঘ ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

৬. যৌথ বাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ শুরু করে?
ক ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ ২১ নভেম্বর, ১৯৭১
গ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান কে ছিল?
ক জেনারেল শ্যাম জামসেদজি মানকেশ
খ লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
গ জেনারেল ওসমানী
ঘ লে. জেনারেল নিয়াজ

৮. ইন্দিরা গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত পত্রে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির আহ্বান জানানো হয় কবে?
ক ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ ১ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

৯. ভারত কত তারিখে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে?
ক ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ ১ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১০. যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করে কত বার?
ক ৪ বার খ ১ বার
গ ২ বার ঘ ৩ বার

উত্তরমালা

১	গ
২	ক
৩	গ
৪	গ
৫	গ
৬	ঘ
৭	ক
৮	গ
৯	ঘ
১০	ঘ